মহানবী (সাঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ফ্রান্সে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে দর্শনা থানা উলামা পরিষদ ও দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্সের সকল পণ্য বর্জন ও আমদানী বন্ধ রাখতে এবং সংসদে ব্লাশ ফেমী আইন পাশের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওঃ কাজী রফিক আহমেদ, মাওঃ আব্দুল মালেক, মাওঃ ওসমানগনি, মুফতি জুনায়েদ, মাওঃ আব্দুল খালেক, মুফতি আব্দুর রাজ্জাক, মাওঃ মইনুল ইসলাম, মুফতি আনোয়ার হোসেন, মাওঃ জাকির হোসেন, মাওঃ আলী আহমদ, মাওঃ ওয়াককাস, মুফতি আবুল বাশার, মুফতি হাবিবুর রহমান, মাওঃ মুস্তাফিজুর রহমান, মাওঃ আকরাম হোসেন, মাওঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাওঃ রফিকুল ইসলাম, মাওঃ সিরাজুল ইসলাম, হাফেজ মানিক কারী কামরুজ্জামান, মুফতি হামিদুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনজুর আহমেদ।

দর্শনা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ করে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এসে মিছিলটি শেষ হয়।

আলমডাঙ্গার নারী উদ্যোক্তা লামইয়া’র স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার অসাধারণ গল্প

কলেজ ক্যাম্পাসে আড্ডায় আড্ডায় বান্ধবীরা হতাশা ব্যক্ত করে বলত, “ধুর পড়ে কি হবে চাকরিই যদি না হয়?”

লামইয়া শিল্পপতির মেয়ের মত ভঙ্গি করে বলত, “যা আমি তোদের চাকরি দিয়ে দেবো।”

লামইয়া কোন শিল্পপতির মেয়ে না, সে একজন ব্যাংকারের মেয়ে। ব্যাংকে রাখা পরের টাকা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিভাবে টাকায় টাকা আনতে হয় তা বাবার কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল লামইয়া। ইচ্ছে ছিল বড় ব্যবসায়ী হবে সে, বড় একটা অফিস থাকবে তার কিন্তু স্বপ্ন অঙ্কুরে থাকতেই অনার্স পড়ুয়া অবস্থায় চুয়াডাঙ্গার জোয়ার্দ্দার বাড়িতে বিয়ে হয়ে যায় তার।

বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই লামইয়া খেয়াল করে তার অন্তরে সুপ্ত সেই ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন বিকোশিত হচ্ছে। সে তার ইচ্ছার কথা স্বামী-শ্বশুরকে জানায়। লামইয়া মোট ৫ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসায় নেমে পড়ে।

প্রথমে সে মেয়েদের থ্রী-পিচে অসাধারণ হাতের কারুকাজ দিয়ে পোষাককে মনোহারি করে তুলতে থাকে। চোখে পড়লেই তা পছন্দ হতে থাকে যে কোন মেয়ের। চেনা-জানা মহল থেকে অর্ডার পেতে থাকে প্রচুর। সুলভমূল্যে বিক্রি হতে থাকে তার থ্রী-পিচ। কয়েক মাস এভাবে চলার পর লামইয়ার হাতে অনেক টাকা আসতে থাকে।

এরপর সে একের পর এক ব্যবসার পরিসর বাড়ায়। ব্যবসায় যোগ করে দৃষ্টিনন্দন বিছানার চাদর, সিলেট ও রাঙামাটির আদিবাসীদের অসাধারণ পোষাক এবং মনিপুরি শালের বিশাল সমাহার গড়ে তোলে বাড়িতে।

এছাড়াও গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে সরবারহ করছে গাওয়া ঘি, মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি সাবিত্রী, রসকদম্ব, পাহাড়িদের শক্তিময় খাবার কাজু বাদাম ও কাঠ বাদাম। তার রয়েছে অনলাইনভিত্তিক পেইজ ‘সম্পূর্ণা’। অর্ডার দিতেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গ্রাহকের

দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে চাহিদামত সকল পণ্য।

লামইয়া তার কলেজ বান্ধবীদের হয়ত চাকরি দিতে পারেনি কিন্তু তার ‘সম্পূর্ণা’কে ঘিরে বেশ কয়েকজন মানুষ নিরলস কাজ করছে। লামইয়া এখনও স্বপ্ন দেখে তার একটা কোম্পানী হবে, যেখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে ।

লামইয়া বলেন, শুরুটা ছোটই ছিল কিন্তু এখন স্বপ্নের সাথে সাথে ব্যবসাও অনেক বড় হয়েছে। আমার পণ্য এখন কুরিয়ারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে। আরও অনেক নতুন পরিকল্পনা আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন হবে ইনশাল্লাহ।

দর্শনায় কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণী

দর্শনায় কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোতিা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিবেশি হয়েছে। আল কারিম কুরআনের আলো আয়োজিত ও হাফেজ তরিকুল ইসলামের সহযোগিতায় শ্যামপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কোরআন তেলওয়াত অনুষ্ঠানে দর্শনা পৌর ও হাউলী ইউনিয়নের ১০টি মাদ্রাসার ৭০জন হাফেজ অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক (করিমপুর মাদ্রাসা) , ২য় স্থানে হাফেজ জিহোদ আলী (রুদ্রনগর মাদ্রাসা), ও ৩য় স্থান অধিকার করেন হাফেজ আব্দুল্লাহ আল সাফি (দর্শনা ডিএস মাদ্রাসা)।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দর্শনা নব-গঠিত থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান আরো তিন জন হাফেজকে নিজ উদ্যোগে পুরষ্কার প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এদের মধ্যে রয়েছেন ৪র্থ হাফেজ সাকিল আনোয়ার (কেরুজ মাদ্রাসা), ৫ম হাফেজ সাব্বির হোসেন (করিম পুর মাদ্রাসা) ও ৬ষ্ঠ স্থান

অধিকার করেন হাফেজ রাজিব আহমেদ (রুদ্রনগর মাদ্রাসা)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন ও সাবেক সভাপতি এবং মাইটিভি জেলা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল।

প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, একই নামের দুইজন হাফেজ ওমর ফারুক ও হাফেজ ওমর ফারুক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাব্বির আহমেদ।

সার্বিক ভাবে এ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন, গোলম কিবরিয়া, শফিকুল ইসলাম যুদ্ধ, রবি বিশ্বাস, রায়হান, সুরুজ, সালমান, লিটন ও সাব্বির।

দর্শনায় ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ইসলামী ব্যাংকের উপ-শাখার উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় দর্শনা পুরাতন বাজার মোড়ে হাজী আব্দুর রহমানের বিল্ডিং এর দোতলায় ব্যাংকের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবু সাঈদ, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভিপি ও যশোর জোনের প্রধান জনাব মাকসুদুর রহমান।

অনুষ্ঠান পরিচলনা ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের জীবননগর এসএমই শাখার ব্যবস্থাপক ও এভিপি নজরুল ইসলাম। দর্শনা উপ-শাখার ব্যবস্থাপক আলমগীর কবির জানিয়েছেন- করোনার কারণে বাংলাদেশ

ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমিত পরিসরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার কামরুজ্জামান।

জীবননগরে স্কুল ছাত্রকে পিটিয়ে জখম

জীবননগরে দিনে দুপুরে বিল থেকে মাছ চুরি করার সময় দেখে ফেলায় স্কুল ছাত্রকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করার অভিযোগ উঠেছে, জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাঁকা গ্রামের আনসার আলীর ছেলে মিন্টুর বিরুদ্ধে। গত রবিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলার পাঁকা গ্রামের বিলের কদম তলা ব্রিজের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

আহত স্কুল ছাত্র উপজেলার আন্দুলবাড়িযা ইউনিয়নের পাঁকা গ্রামের বাবুল আক্তারের ছেলে ইমদাদুল আজিজ (৮)। পাঁকা উত্তর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শেণীর ছাত্র।

আহত স্কুল ছাত্রের মা বলেন, রবিবার সকালের দিকে ইমদাদুল পাঁকা বিলের পাশে খেলা করছিল এ সময় মিন্টু বিলের ভিতরে চুরি করে জাল পেতে মাছ ধরছিল। আর সে সময় আমার ছেলে দেখে ফেলায় তাকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। বর্তমানে তার বা চোখে আঘাত লেগে সে চোখে কিছু দেখতে পারছে না। আমার সন্তানকে যে এ ভাবে মেরেছে আমি তার শাস্তি চাই।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পার্থ সারথি বলেন, আহত স্কুল ছাত্র ইমদাদুলের কপালে এবং একটি চোখে আঘাত লেগেছে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আশাকরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, পাঁকা গ্রামে স্কুল ছাত্রকে পিটিয়ে জখম করার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত

থানায় কোন অভিযোগ পাইনি অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

আলমডাঙ্গায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে তিনজন আটক

আলমডাঙ্গার ছত্রপাড়া গ্রামে রাতের বেলা অন্যের জমি থেকে ধান কেটে নেওয়াকে কেন্ত্র করে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ বাদির আরজির প্রেক্ষিতে গ্রামের একটি বাড়ি থেকে কাটা ধানও উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার রাতে ও সকালে ওই তিন জনকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে নাজমুল ইসলামের মনাখোসা মাঠের ৮ কাঠা জমির কেটে রাখা ধান সোমবার রাতে চুরি যায়। নাজমুল চুরির ঘটনায় একই গ্রামের নেকবার আলীর তিন ছেলে আব্দুর রহিম, আলম হোসেন ও আলী হোসেনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে আলী হোসেন ও আব্দুর রহিমকে এবং সকালে আরও আলম হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। দুপুরে তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের বহু বছরের পুরানো হিন্দু সম্পত্তির ভোগদখলকে ঘিরে গ্রামের বিবাদমান দুইটি গ্রুপ রয়েছে। এই দুইটি গ্রুপ একাধিক সময়ে খুন-খারাবিতেও জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটিয়েছে। একে অপরকে মিথ্যা মামলায়ও জড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। মাঠ থেকে ধান চুরির ঘটনায় বাদি ও বিবাদি ওই দুইটি বিবাদমান গ্রুপের লোকজন বলেও জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র গুলো।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সফিক বলেন, মামলার ভিত্তিতে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে এখনও তদন্ত চলছে। তদন্তে ধান যার বলে জানা যাবে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে।

গ্রেফতার আলী হোসেনের পরিবার দাবি করেছে, মাঠ থেকে নাজমুলের যে ধান চুরি হয়েছে সেটা ধানি গোল্ড জাতের ধান। আর আলম হোসেনের

বাড়ি থেকে পুলিশ যে ধান উদ্ধার করেছে তা পাইনার হাইব্রীড জাতের ধান। এই ধানও তিন দিন আগে তাদের জমি থেকে কেটে বাড়িতে এনে রাখেন বলে জানান।

জীবননগরে চুরির অপবাদে কর্মচারীকে নির্যাতন, নির্যাতনকারি টিন ব্যবসায়ী আটক

জীবননগর শহরের টিন ব্যবসায়ী হক মেশিনারি’র স্বত্বাধিকারী হাজী সাইদুল হক ও তার ছোটভাই সাইউল হকের বিরুদ্ধে দোকান থেকে ২ হাজার টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দোকানের ম্যানেজার খলিল মিজিকে নির্মম ভাবে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।

আহত দোকান ম্যানেজারের স্ত্রী বাদি হয়ে জীবননগর থানায় সোমবার রাতে লিখিত অভিযোগ দিলে রাতেই নির্যাতনকারী সাইদুল হককে গ্রেপ্তার করেন জীবননগর থানা পুলিশ।
আহত ম্যানেজার খলিল মিজি (৫৫) জীবননগর উপজেলার পিয়ারাতলা গ্রামের মৃত আবেদ আলীর ছেলে

আহত খলিল মিজি বলেন, আমি দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর ধরে জীবননগর শহরের টিন ব্যবসায়ী হাজী সাইদুল হকের দোকানে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে আসছি। প্রতিদিনের মতো রোববার সকালে আমি দোকানে গিয়ে খাতা-পত্র নিয়ে হিসাব নিকাশের কাজ করতে থাকি। হঠাৎ দোকানের মালিক হাজী সাইদুল হক ও তার ছোটভাই সাইউল হক আমাকে গিয়ে বলে মার্কেট থেকে বাকির আদায় করা কালেকশনের টাকা থেকে দুই হাজার টাকা কম হচ্ছে। আমি তখন তাদেরকে জানাই, আমি আমার পাওনা বেতনের টাকা থেকে আমার নামে খরচ লিখে পাঁচশত টাকা নিয়েছি। কম হওয়া টাকা সম্পর্কে আমার জানা নাই।

যে মার্কেট থেকে কালেকশন করেছে তাকে জিজ্ঞাসা করতে বললে, তখন তারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কাঠের বাটাম দিয়ে মারপিট করতে থাকে । এভাবে তারা দুই ভাই আমাকে দোকানে আটকিয়ে রেখে পর্যায়ক্রমে দুপুর

তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অমানবিক নির্যাতন করতে থাকে আর আমাকে এই মিথ্যা চুরির কথা স্বীকার করতে বলে। একপর্যায়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আমার বাড়িতে খবর দিয়ে আমার স্ত্রী আসলে ভ্যান যোগে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় এবং এই কথা কাউকে না জানানোর জন্য হুমকি দেয়।

আমি আমার স্ত্রী কলেজ পড়ুয়া কন্যা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকলজ্জা ও হাজী সাহেবদের ভয়ে কাউকে বিষয়টি জানায়নি বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিতে থাকি। আজ আমার শারীরিক অবস্থা খারাপ দেখে আত্মীয়স্বজনরা জীবননগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করান। আমি আমার উপর মিথ্যা চুরির অপরাধ দিয়ে অমানবিক নির্যাতনের বিচার চাই। আমি যদি চোর হতাম তাহলে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হিসেবে কিভাবে চাকরি করে আসছি ? আমি তাদের এখানেই ৬ বছর ধরে ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করছি।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আহত খলিল মিজির স্ত্রী বাদী হয়ে জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিলে হাসপাতালে তাৎক্ষণিক পুলিশের একটি টিম পাঠিয়ে ভিকটিমের শারীরিক অবস্থা খোঁজ নিয়ে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে নির্যাতনকারী ব্যবসায়ী সাইদুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়।

জীবননগরে জেল হত্যা দিবস পালিত

জীবননগরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মাহফিলের মধ্যে দিয়ে জেল হত্যা দিবস পালন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা, কালো পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনায় বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ অবঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ নাসির

উদ্দীন,

জীবননগর উপজেলা যুবলীগ সভাপতি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগ ও কৃষকলীগ নেতাকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গায় হৃদরোগে আক্রান্ত পিতাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে একদল দূর্বৃত্তের হামলায় জখম হয়েছেন ছাত্রলীগ নেতা সোয়েব রিগান (২৫) ও তার মামা কৃষকলীগ নেতা মহাসিন রেজা (৫০)। রবিবার রাত ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। জখম রিগান জেলা ছাত্রলীগের প্রস্তাবিত কমিটির সহ-সভাপতি ও মহাসিন রেজা জেলা কৃষকলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক।

রিগানের নিকটজনেরা জানান, রবিবার সন্ধ্যায় রিগানের পিতা আজম আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। পিতার শয্যা পাশেই ছিলেন রিগান। রাতে তার মামা মহাসিন রেজা হাসপাতালে এলে মামা-ভাগ্নে হাসপাতাল ভবনের সামনে পিতার চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা করছিলো।

এসময় ১০/১২ জনের একদল দূর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা রিগানকে কোপাতে শুরু করে। তার মামা ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে জখম করে দূর্বৃত্তরা। রিগানের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৫টি এবং মহাসিনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ৬টি কোপ লেগেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান জানান, জখম মহাসিন ও রিগান উভয়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রাতেই

তাদের ঢাকায় নেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) কনক কুমার দাস জানান, ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক ও কারণ উদঘাটনে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, সোমবার রাত ১১টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে রিগানের শরীরের ক্ষত স্থানগুলোতে অস্ত্রপচার করা হয়েছে। দুপুর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে এ অপারেশন। তার অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে বলে জানায় রিগানের নিকট জনেরা।

অপরদিকে রিগানের মামা মহসিন রেজাকে ঢাকায় চিকিৎসা শেষে চুয়াডাঙ্গা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে তার নিকটজনেরা জানান অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে আবার নিতে হবে ঢাকায়।

চুয়াডাঙ্গায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এককালীন “শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ অনুষ্ঠান” সোমবার ২ নভেম্বর বেলা ১১ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ সামছুল আবেদিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।